কেন শিক্ষাক্রমে বারবার পরিবর্তন?

অনলাইন ডেস্ক

প্রকাশিত: ১৪:৪৯, ১৩ অক্টোবর ২০২৪

শিক্ষার্থী

স্বাধীনতার পর দেশে শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন এসেছে সাত বার। এই সময়ে মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিবর্তন হয়েছে তিন বার। সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হয়েছে গত দেড় দশকে। শিক্ষাক্রমে বারবার পরিবর্তনের কারণে বারবার হোঁচট খাচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

UNIBOTS

১৯৭৭ সালে প্রথম শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পর ১৯৮৬ সালে পাঠ্যবইয়ে পরিমার্জন করা হয় ১৯৯২ সালে প্রাথমিক স্তরে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে রূপান্তর করা হয়, ১৯৯৫ সাে মাধ্যমিক স্তরে উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন করা হয়। পরে ২০০২ সালে প্রাথমি শিক্ষাক্রমের কিছু পাঠ্যবইয়ের পরিমার্জন করা হয়। এরপর ২০১২ সালে সৃজনশীল পদ্ধতি চা করা হয়। ব্রিটিশ শাসনামল থেকে চলে আসছে পরীক্ষানির্ভর মূল্যায়ন পদ্ধতি।

তবে এই শিক্ষাক্রম বাদ দিয়ে হুট করে ২০২৩ সাল থেকে অভিজ্ঞতানির্ভর মূল্যায়ন শু করেছিল সাবেক আওয়ামী লীগ সরকার। এ ব্যাপারে শিক্ষাবিদদের গঠনমূলক সমলোচনা পরামর্শও গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমানে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণি নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী বছ চতুর্থ, পঞ্চম ও দশম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রম চালুর মধ্য দিয়ে মাধ্যমিক পর্যন্ত সব শ্রেণিতে তা চালুর কথা ছিল।

নতুন শিক্ষাক্রমে শিখন, শেখানোর পন্থা, মূল্যায়ন ব্যবস্থাসহ শিক্ষার প্রচলিত পদ্ধতিই বদে ফেলা হয়েছিল। সাধারণ ধারার স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেড় কোটির বে শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনের এ পরিবর্তন অভিভাবকরা মেনে নিতে পারেননি। অভিভাবক মহে তুমুল সমালোচিত নতুন শিক্ষাক্রম থেকে গত ১ সেপ্টেম্বর মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অন্তর্বর্তীকালী সরকার। শিক্ষকদের প্রস্তুতির ঘাটতি, পাঠ্য বিষয়, মূল্যায়ন নিয়ে অস্পষ্টতা, প্রাতিষ্ঠানি সক্ষমতার অভাবকে দায় দিয়ে এ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নযোগ্য নয় বলে সাফ জানিয়ে দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পাঠ্যপুস্তক নিয়ে রাজনীতির খেলা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে শিক্ষাবিদ বলেন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে একের পর এক শিক্ষাক্রম পরিবর্তে পালটে যায় শ্রেণিকক্ষের পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি। এতে দিশেহারা হয়ে পড়ে কোমলম শিক্ষার্থীরা। কোনো কোনো সময় শিক্ষকরাও সুস্পষ্টভাবে বুঝে উঠতে পারেন না—কীভা নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের অভ্যস্ত করে তুলবেন। সেই সঙ্গে বিভ্রান্ত হচ্ছেন অভিভাবকরা এ কারণে যথাযথ পাইলটিং ও গবেষণা করে শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন আনতে হবে।

সেরা অনলাইন কোর্স

এনসিটিবি সূত্র বলছে, পুরোনো শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যবই আছে। সেই বই পরিমার্জ করে ছাপার উপযোগী করা হচ্ছে। কাজটি করছেন ৫০ জনের বেশি বিশেষজ্ঞ। তাদের মে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক এবং শিক্ষা নিয়ে কাজ করা একাধিক ব্যক্তি যু হয়েছেন। এদিকে ১৫ সেপ্টেম্বর এনসিটিবি প্রণীত ও মুদ্রিত সব পাঠ্যপুস্তক সংশোধন এব পরিমার্জন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১০ সদস্যের একটি সমন্বয় কমি গঠন করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গত ২৮ সেপ্টেম্বর গঠিত কমিটি বাতিল করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, নতুন শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবই ছাপাখানা দিতে হাতে সময় খুব কম। তাই এখন বড় পরিবর্তনের সুযোগ নেই। তাই এখন প্রয়োজনী সংশোধন করে বই ছাপাতে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, পাঠ্যবইয়ে বড় ধরনের সংস্কারের জন সময় প্রয়োজন, সেটা পরবর্তীকালে সময় নিয়ে করার সুযোগ রয়েছে।

এদিকে আলোচিত সমালোচিত সেই নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সরকারের কত টাকা অপচ হয়েছে তা জানতে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বো (এনসিটিবি)। এনসিটিবির একজন সদস্যের নেতৃত্বাধীন এ কমিটিকে দ্রুত প্রতিবেদন দিতে বল হয়েছে।

জানা গেছে, এতে অপচয় হয়েছে জনগণের শত শত কোটি টাকা। সংশ্লিষ্টদের মতে, নতু শিক্ষাক্রম থেকে সরকার মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের পুরো টাকাই অপচ হয়েছে। এছাড়া কারিকুলাম প্রণয়নের জন্য সেমিনার বাবদ খরচও অপচয়। নতুন কারিকুলা প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা বলেন, বহু বছর ধরে চলে আসা শিক্ষাব্যবস্থায় হুট করে আমূ পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি জাতি। সংশ্লিষ্ট কারো কারো দাবি, পরামর্শ দেওয় হলেও তা শুনেননি তত্কালীন শিক্ষামন্ত্রী। গঠনমূলক সমালোচনার চেয়ে তোষামদিকে প্রাধান

দিয়েছেন তিনি। পরামর্শ দিয়ে বিপাকেও পড়েছেন কেউ কেউ। শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ে
সংশ্লিষ্টরা বলেন, শিক্ষা ও আইন রাতারাতি পরিবর্তন কোনো সভ্যতাই গ্রহণ করতে পারে ন
এজন্য ব্রিটিশরা চলে গেলেও তাদের আইনকাঠামো আজও দেশে ব্যবহার হচ্ছে। তাদের হা
ধরে আসা শিক্ষা পদ্ধতি স্বাধীনতার পরও অর্ধশতাব্দী চর্চা করা হয়েছে। তাই শিক্ষাক্রমে
রূপান্তর সমাজ যে গ্রহণ করবে না-তা অনেক আগেই অনুধাবন করেছিলেন এনসিটিবি সংশ্লি
কেউ কেউ। রূপরেখা প্রণয়ণের সময় ও পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট অনেকেই বিষয়টি তৎকালী
মন্ত্রীকে বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন। তবে বিনিময়ে পেয়েছিলেন বঞ্চনা আর তিরস্কার।